OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 507 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 507 - 515
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

কুঁড়ুখ ধাঁধা : বিষয় বৈচিত্র্য ও বিশ্লেষণ

ড. হেমলতা কেরকেটা
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: hemlata.kerketta@aus.ac.in
0009-0007-9564-0236

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Riddle, Kurukh riddles, Oraon, oral tradition, social life.

Abstract
Riddles in the Kurukh language represent a vibrant form of oral tradition that reflects the intellectual, cultural, and social life of the Oraon community. As an indigenous genre of folklore, Kurukh riddles encapsulate a wide range of themes drawn from nature, daily life, agriculture, rituals, mythology, and human relationships. Their diversity lies not only in subject matter but also in structure and style— some are metaphorical, some allegorical, while others are playful or humorous in tone. These riddles often employ symbolic imagery from the natural environment, such as trees, rivers, animals, and celestial bodies, alongside references to domestic and communal activities. Through this symbolic play, riddles serve multiple purposes: they entertain, educate, preserve traditional knowledge, and strengthen community bonding. The study of themes and diversity in Kurukh riddles highlights how indigenous wisdom is encoded in language, ensuring cultural continuity across generations while also offering insights into the community's worldview, ecological consciousness, and moral values.

Discussion

ভূমিকা : 'কুঁড়ুখ' দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি ভাষা। যা ওঁরাওঁ জনগোষ্ঠীর ভাষা হওয়ায় 'ওরাওঁ' বা 'উরাওঁ' ভাষা নামেও পরিচিত। ভারতের ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, বিহার, আসাম, পশিমবঙ্গ ছাড়াও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল এবং নেপালের কিছু এলাকায় ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর বিস্তার রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারি আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠী হল ওঁরাওঁ। এই গোষ্ঠীর মাতৃভাষা 'কুঁড়ুখ' পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। ২০১৭ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এই ভাষা পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিল পাসের মাধ্যমে এর সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য আনুষ্ঠানিক মর্যাদা প্রদান করা হয়। এই ভাষা ড. নারায়ণ ওরাওঁ উদ্ভাবিত 'তোলং সিকি' লিপির সাহায্যে লেখা হলেও, পশ্চিমবঙ্গে কুঁড়ুখ সাহিত্যের লেখকগোষ্ঠীর একটি বড় সংখ্যাই বাংলা লিপি ব্যবহার করেন। কুরুখ ভাষার বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করেই উনেসকো (UNESCO) কুঁড়ুখ ভাষাকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' বা 'বিপন্ন' ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের এই সংরক্ষণ প্রচেষ্টা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 507 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ওরাওঁ সমাজ প্রকৃতি নির্ভর আদিবাসীগোষ্ঠী। পূর্বে বেশিরভাগ ওরাওঁরা জীবিকার জন্য কৃষিকাজ, শিকার, বনজ পণ্য সংগ্রহ, পশুপালন ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে বছরের ঋতুচক্র, বৃষ্টি, নদী, ফসল, গাছপালা ও পশু-পাখি তাদের সাংস্কৃতিক ভাবনায় গভীরভাবে মিশে আছে। এই ভাবনাই প্রতিফলিত হয় তাদের গান, নৃত্য, গল্প, প্রবাদ, এবং বিশেষত ধাঁধায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, -

> "পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেরই সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্যের যে সকল বিষয়ের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে, ধাঁধা তাহাদের অন্যতম। একদিন এমন ছিল, যখন ধাঁধার উত্তর দিবার উপর একজনের জীবন এবং মরণ নির্ভর করিত...। বর্তমানে ধাঁধা নিরক্ষর সমাজের অবসর বিনোদনের অবলম্বন মাত্র, ইহার অতিরিক্ত আর ইহার কোন মূল্য নাই।"[১]

ধাঁধা এক সময়ে ছিল সমাজের মৌখিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা বিনোদন ও শিক্ষার মাধ্যম ছিল। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি, ডিজিটাল মাধ্যম এবং দ্রুত পরিবর্তিত জীবনযাত্রার কারণে ধাঁধার জনপ্রিয়তা নেই বললেই চলে। নতুন প্রজন্মের কাছে ধাঁধার স্থান ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে, কারণ তারা বেশিরভাগ সময় কাটায় মোবাইল, টিভি ও ইন্টারনেটে। তবে কিছু গবেষক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ধাঁধার ঐতিহ্য রক্ষা ও প্রচারে কাজ করছেন। স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে এবং লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণে ধাঁধাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও ধাঁধার সম্ভার তুলে ধরা হচ্ছে, যা নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করছে। সুতরাং, বর্তমান সময়ে ধাঁধার অবস্থা সংকটজনক হলেও সচেতনতা ও উদ্যোগের মাধ্যমে এর পুনর্জীবন সম্ভব। ধাঁধা শুধুমাত্র শব্দের খেলা নয়, এটি একটি জাতির সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সম্পদ।

ওরাওঁরা সাধারণত ধাঁধা চর্চা করত, বাড়ির উঠোনে বসে ঘরোয়া আড্ডায়, উৎসব বা পার্বণের ফাঁকে, শস্য প্রক্রিয়াকরণের (যেমন-ধানমাড়াই, ধানসেদ্ধকরা) মতো কাজের অবসরে, অথবা শীতের রাতে আগুনের চারপাশে গল্প গুজবের আসরে, কিংবা গ্রীষ্মের রাতে আকাশের তারা দেখতে দেখতে। এছাড়া, বহু পূর্বে ওরাওঁদের বিবাহ অনুষ্ঠানে ধাঁধার ব্যবহার ছিল। এই বিশেষ আচারকে বলা হত 'খিরি তেংনা' (Khiri Tengna)। আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, -

> "ছোটনাগপুরের ওরাওঁদিগের বিবাহে যে আনুষ্ঠানিক উপদেশ (sermon) দিবার রীতি আছে, তাহাতে ধাঁধার সাহায্য গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বরকনেকে দেশীয় মদ্য বিতরণ করা হয়, তাহার একপ্রকার মদ্যের নাম ধাঁধা ভাঙানো মদ (riddle propounding rice beer)।"[২]

কুঁড়ুখ ভাষায় এই মদকে বলা হয় *'খিরি তেংনা বোড়ে'*। এই 'Khiri tengnā borey' অনুষ্ঠানকে শরৎচন্দ্র রায় তাঁর 'Oraon Religion & Custom' গ্রন্থে বলেছেন, -

> "riddle-propounding rice-beer."[৩]

এটি বিশেষত একটি স্ত্রী আচার। W.G. Archar-ও তাঁর An Indian Riddle Book-এ এই বিবাহ আচারের উল্লেখ করেছেন। যদিও 'খিরি' শব্দের অর্থ 'গল্প' তবুও এই শব্দবন্ধ দিয়ে ধাঁধাকে বোঝানো হয়। কারণ, নবদম্পতিকে মদ বিতরণ ও উপদেশ দেওয়ার পূর্বে ধাঁধাঁ জিজ্ঞাসা করা হত —

> "Khiri khiri māni khiri; telā-khōppānū men iri; mendāekā mālā Bābū, mindika Māiā?"[৪]

অর্থাৎ, গল্প গল্প সত্যি গল্প, ছোট খোঁপায় উপরের দিকে দেখে। শোনোনি ছেলে, শুনেছো মেয়ে? এখানে 'khiri' শব্দটি ব্যবহার করা হলেও এটি একটি ধাঁধাঁ। এই ধাঁধাঁর উত্তর হলো, Asāglāro, বাংলায় যার অর্থ শুয়োপোকা। ধাঁধাকে কুঁড়ুখ ভাষায় 'বুঝুয়াইর', 'বুঝুওয়াইল কাথা', 'বুঝুরনা কাথা', 'মানী খিরি' বলা হয়। ধাঁধাঁর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, -

> "প্রত্যেক জাতিরই জীবনাচারের বৈশিষ্ট্যের উপর ধাঁধাঁর বিষয়বস্তু নির্ভর করে এবং সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধাঁর বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হইতে থাকে। ...কেবল বাড়ীর চারিদিককার চোখে দেখা জিনিস হইলেই হইবে না, প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সমাজের বিশিষ্ট মনোভাব (attitude)-এর উপর ধাঁধাঁর বিষয় নির্ভর করে। ...আবার ধাঁধাঁর বিষয়বস্তু নির্বাচনে জাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবনাচরণগত বৈশিষ্ট্যই প্রধানতঃ নির্ভর করে। সেইজন্য একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করিয়াও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 507 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> বিভিন্ন জাতির ধাঁধাঁ বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে – এক ও অভিন্ন হয় না।”[৫] (আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৬০৩-৬০৬)

কুঁড়ুখ ভাষার ধাঁধাগুলোকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের নিরিখে এই গবেষণাপত্রে দশটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। যথা — ১. মানুষ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক ধাঁধা, ২. প্রাণী বিষয়ক ধাঁধা, ৩. উদ্ভিদ বিষয়ক ধাঁধা, ৪. প্রকৃতি জগত বিষয়ক ধাঁধা, ৫. গৃহসামগ্রী বিষয়ক ধাঁধা, ৬. খাদ্যবস্তু সংক্রান্ত ধাঁধাঁ, ৭. মাদক দ্রব্য বিষয়ক ধাঁধাঁ, ৮. কৃষি ও শিল্প সংক্রান্ত ধাঁধা, ৯. বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক ধাঁধাঁ, ১০. বিবিধ।

১. মানুষ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক ধাঁধা : মানুষ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় ধাঁধা রচিত হয়েছে। লোকসাহিত্যবিদদের ধারণা অনুযায়ী বলা যায়, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে ধাঁধাগুলো ভাবা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে মানুষ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ে রচিত ধাঁধাই সবথেকে বেশি প্রাচীন। মানুষ জন্ম-মৃত্যু এবং নিজের শরীরের পরিবর্তনকে দেখেছে, ভেবেছে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানুষের জীবনচক্র ও তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর অসংখ্য ধাঁধা লক্ষ্য করা যায়। ওরাওঁ জনগোষ্ঠীতেও এরকম একাধিক ধাঁধাঁ রয়েছে।

ক) Oṇṭā kukkos kundras, k̲hane cār ṭhur k̲heḍḍ ra’acā, jõk̲h menjās, k̲hane eṇḍ k̲heḍḍ manjā, pacgī manjas, k̲hane muṇḍ k̲heḍḍ manjā. Āl-k̲haḍḍ.
বঙ্গানুবাদ : একজন জন্মায় চার পা নিয়ে; বড় হয়ে দুই পা-ওয়ালা হয়; বৃদ্ধ হয়ে তিন পা-ওয়ালায় হয়। সে কে?
উত্তর : মানুষ।
ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটি মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়কে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। শিশু অবস্থায় মানুষ হামাগুড়ি দেয়, চার হাত-পায়ে চলে। বড় হয়ে সে দু’পায়ে হাঁটে। বৃদ্ধ হলে লাঠি নিয়ে চলা ফেরা করে — তখন তার যেন তিন পা। এই ধাঁধাটির সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক মিথের বিখ্যাত ‘The Riddle of the Sphinx’-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

খ) Ort bēl kukkos endran hõ malā sahdas. Nē hēkdas? K̲hann.
একজন রাজপুত্র অতি সামান্য যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারে না। সে কে?
উত্তর: চোখ
ব্যাখ্যা: চোখ মানুষের শরীরের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গগুলোর একটি। সামান্য ধূলিকণা, আলো, বা আঘাতে চোখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা অনুভূত হয়। ধাঁধায় চোখকে রাজপুত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যিনি আরামপ্রিয়, কোমল, সামান্য কষ্টেই অসহ্যবোধ করেন। এটি সংবেদনশীলতার একটি চমৎকার রূপক উপস্থাপন।

২. প্রাণী বিষয়ক ধাঁধা : মানুষের কল্পনাপ্রবণ মনে নিজের জীবন ও শরীরের পরে ভাবনায় যেটি আসে সেটি হচ্ছে তার আশেপাশে থাকা প্রাণীজগৎ। তাই ধাঁধার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় প্রাণীজগতের উপস্থিতি। কুঁড়ুখ ভাষায় যে প্রবাদগুলো পাওয়া যায় তার একটা বড় অংশ প্রাণী জগতের সাথে যুক্ত। নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল –

ক) Koṅkṛō boṇkṛō dasse bhair ārgē kukk malā darā kūlnū baī ra'i. Kakrō.
বঙ্গানুবাদ : বাঁকা-ট্যাঁরা দশ ভাই; তাদের মাথা নেই, মুখ পেটের ভেতরে। এটি কী?
উত্তর : কাঁকড়া।
ব্যাখ্যা : কাঁকড়ার দশটি পা থাকে, যা আঁকা-বাঁকা আকৃতির। কাঁকড়ার কোন স্পষ্ট মাথা চোখে পড়ে না, কারণ মাথা ও দেহ একত্রে আবৃত থাকে শক্ত খোলসে। মুখ থাকে শরীরের নিচে বা পেটের দিকে। এই ধাঁধা প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের একটি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দৃষ্টান্ত।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 507 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

খ) Ālarin īrī kī balin mucī. Ghuṅghī.
বঙ্গানুবাদ : মানুষ দেখলেই দরজা বন্ধ করে দেয়। সে কে?
উত্তর : শামুক।
ব্যাখ্যা : শামুক যখন স্পর্শ পায় বা কোনো রকমের সাড়া পায়, তখন সে তার খোলসের ভেতরে ঢুকে পড়ে, ঠিক যেন দরজা বন্ধ করে দেওয়ার মতো। এই ধাঁধাটি জীবজগৎ পর্যবেক্ষণের অনন্য উদাহরণ।

গ) Ort kukkos konkō soṭṭan ceḍḍkas kuddās. Ek'am ōrtās? Allā k̲holā
বঙ্গানুবাদ : একটি কিশোর বাঁকা লেজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে কে? — কুকুর।

ঘ) Cughui Cughui coṅgnā kukk maīyā fudnā atk̲ha kītan. Nē ak̲h'ī? Nerr.
দুলতে থাকা মাথার উপর পুদিনা পাতা; কেউ জানে না নিচে কী আছে। সেটা কী?
উত্তর : সাপ (কোবরা)
ব্যাখ্যা : কোবরা সাপ ফণা তুলে দুলতে থাকে। তার ফণার উপর পাতার মতো নিদর্শন থাকে— যা দেখতে অনেকটা পুদিনা পাতার মতো। এই দোলার মধ্যেই হুমকি ও রহস্য লুকিয়ে থাকে। নিচে কী আছে — তা বোঝা যায় না, কারণ মুহূর্তেই সে ছোবল মারতে পারে। এই ধাঁধার রূপক দিকটি হল — বাহ্যিক সৌন্দর্য বা আকর্ষণের আড়ালে ভয়ংকর কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে।

৩. উদ্ভিদ বিষয়ক ধাঁধা : মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে উদ্ভিদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই সম্পর্কই প্রতিফলিত হয়েছে কুঁড়ুখ ভাষার ধাঁধায়। উদ্ভিদ বিষয়ক ধাঁধায় ফুল, ফল, গাছপালা ও শস্যের পরিচয় রূপক ও উপমার মাধ্যমে লুকিয়ে থাকে। যেমন—

ক) Ek’am ālī oṇṭādim k̲hadnum paccī; endr talī? Kērā Mann
বঙ্গানুবাদ : একজন নারী একটিমাত্র সন্তানের জন্ম দেন। তিনি কে?
উত্তর : কলাগাছ।
ব্যাখ্যা : এই ধাঁধায় কলাগাছের প্রজনন চক্রকে প্রতীকীভাবে বোঝানো হয়েছে। কলাগাছ তার জীবনে একবারই ফল দেয়।

খ) k̲hoṭka khasī, merk̲hā tară mēn īrī. K̲hess nāṛā.
বঙ্গানুবাদ : খোঁড়া ছাগল, মাথা নেই, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে — এটা কী?
উত্তর : ধান কেটে নেওয়ার পর মাঠে পড়ে থাকা ধানগাছের গোড়া (নাড়া)।
ব্যাখ্যা : ধান কেটে নেওয়ার পরে মাঠে পড়ে থাকা ধানগাছের অবশিষ্ট অংশকে খোঁড়া ছাগলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এগুলো মাঠে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে, যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। এই ধাঁধাটি কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি ধাঁধা।

গ) Ujjō bīrī onṭā nāme, piṭkantī sahasr nāme. Endr talī? Bās
বঙ্গানুবাদ : বেঁচে থাকতে একটি নাম, মরার পরে অনেকগুলো নাম। এটা কী?
উত্তর : বাঁশগাছ।
ব্যাখ্যা : জীবিত বাঁশগাছ কেবল ‘বাঁশ’ নামে পরিচিত। কিন্তু কেটে ফেলার পর তা থেকে তৈরি হয় বাঁশি, লাঠি, চাটাই, ঘরের কাঠামোর মতো অনেক কিছু। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তার রূপ বৈচিত্র্য ঘটে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 507 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঘ) Oṇṭā mann nū bagṛkādim bāgṛkā. — Kōrnjõ.
বঙ্গানুবাদ : একটি গাছে চিরুনি আর চিরুনি। এটা কী?
উত্তর : করঞ্জপাতা বা করমচা পাতা।
ব্যাখ্যা : করঞ্জ গাছের পাতাগুলো খাঁজযুক্ত, ধারালো ও সংযুক্ত থাকে — যা দেখতে অনেকটা চিরুনির মতো। 'চিরুনি আর চিরুনি' বলতে গাছের অগণিত পাতাকে বোঝানো হয়েছে।

৪. প্রকৃতি জগত বিষয়ক ধাঁধা: চিরকাল প্রকৃতি মানুষকে ভাবিয়েছে। চাঁদ, তারা, সূর্য, মেঘ ও আকাশের মত প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানই মানুষের কাছে রহস্যের। মানুষ সর্বদা প্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে উৎসুক। এই ঔৎসুক্য থেকেই প্রকৃতি বিষয়ক নানান ধরনের ধাঁধার সৃষ্টি।

ক) Pandrah bhair ra'acar, ār gusan oṇṭā asmā ra'acā, adin caudā bhair ugin kocā mokhar darā kōhasgē phin sausem cicar, endrā talī? Candō.
বঙ্গানুবাদ: পনেরজন ভাইয়ের কাছে একটি মাত্র রুটি ছিল। ছোটো চৌদ্দ ভাই মিলে রুটি খেয়ে নেওয়ার পরও বড় ভাইয়ের হাতে পুরোটাই ফেরত দেওয়া হল। এটি কী?
উত্তর : চাঁদ।
ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটি চাঁদের রূপান্তরকে ইঙ্গিত করে। 'পনের ভাই' মানে চাঁদের পনের দিন (পূর্ণিমা পর্যন্ত)। 'ছোটো চৌদ্দ ভাই' মানে অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমার আগের ১৪ দিন, যখন চাঁদ ধীরে ধীরে বড় হয়। 'বড় ভাইয়ের হাতে পুরোটাই দেওয়া হল' — এই অংশটি 'পূর্ণিমার চাঁদ'কে বোঝায়, যখন চাঁদ গোলাকৃতি হয়। অর্থাৎ, ১৪ দিনের মধ্যে চাঁদ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, কিন্তু ১৫তম দিনে পূর্ণ রূপে উদিত হয়।

৫. গৃহসামগ্রী বিষয়ক : ওরাওঁরা প্রাত্যহিক জীবনে যেসব গৃহসামগ্রী ব্যবহার করে সেগুলিকে নিয়ে অসংখ্য ধাঁধা তৈরি করেছে। ওরাওঁদের নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রীর উপর রচিত কয়েকটি ধাঁধার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল –

ক) Kālō bīrī k̲haikī kaī, bar'ō bīrī dḥirdhirkī bar'ī. Endr tali? Arī.
বের হওয়ার সময় শুকনো, ফিরবার সময় ভেজা— এটা কী?
উত্তর : জলপাত্র (কলস)
ব্যাখ্যা : জল আনতে যাওয়ার সময় জলপাত্র শুকনো থাকে। জল ভরে নিয়ে আসার সময় সেটি ভিজে যায়। ধাঁধাটি সাদামাটা মনে হলেও এতে কর্মফল ও রূপান্তরের এক গভীর বার্তা রয়েছে। এই রূপক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানুষের জীবনেও নিরেট, খালি মুহূর্তকে কর্মময় করে তুললে তার রূপ পাল্টে যায়।

খ) Oṇṭā pūp ullā bīrī bithrārī, mākh̲ā bīrī domphi'ī. Kullā.
বঙ্গানুবাদ : একটি ফুল দিনেরবেলা ফোটে, রাতের বেলা মুদেঁ যায়। এটা কী?
উত্তর : ছাতা।
ব্যাখ্যা : ছাতা ফুলের মতো ফোটে ও মুদেঁ যায়। এই ধাঁধায় ছাতার দৈনন্দিন ব্যবহারকে প্রাকৃতিক উপদানের উপমায় প্রকাশ করা হয়েছে।

গ) Ort kukoe ir'rī nippī kī collā nū ukkī ra'ī. Ender? Bāgarkā.
একটি মেয়ে তার ঝাঁট দেওয়া ময়লা গুছিয়ে নিয়ে বাড়ির পিছনে চলে যায়। সে কে?"
উত্তর : চিরুনি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 507 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ব্যাখ্যা : এখানে চিরুনিকে মেয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মেয়েরা যেমন তার ঘর উঠোন সমস্ত পরিষ্কার করে সমস্ত জঞ্জাল পেছনে ফেলে দেয়। ঠিক তেমনি চিরুনিও অগোছালো চুল সামনে থেকে পেছন পর্যন্ত আছড়ে পরিষ্কার এবং গুছিয়ে রাখে। এটি একটি চমৎকার রূপক ধাঁধা যেখানে দৈনন্দিন জিনিসকে জীবন্ত রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

ঘ) Urmi pŭpantī ekdā sobhi'ī? Kicri.
এমন কী জিনিস আছে যা সৌন্দর্যে সব ফুলকে হার মানায়?
উত্তর : পোশাক
ব্যাখ্যা : ফুল প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতীক। মানুষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে তার পোশাক। তাই পোশাককে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পোশাক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশক, যা অনেক সময় ফুলের সৌন্দর্যকেও ছাপিয়ে যায়। তাই এই ধাঁধায় পোশাককে ফুলের তুলনায় আরও উচ্চমর্যাদায় রাখা হয়েছে। যা নান্দনিকতা ও পরিচয় দুটোরই বাহক।

৬. খাদ্যবস্তু সংক্রান্ত ধাঁধাঁ : প্রাণী জগতের প্রতিটি প্রাণীর প্রাণ ধারনের একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে খাদ্য। খাদ্য ছাড়া প্রাণী প্রাণ ধারণ করে রাখতে পারেনা। মানুষের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম। তবে মানুষ শুধু প্রাণ ধরণের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে না। বরং মানুষ ভোজন বিলাসী প্রাণী। খাদ্যের তালিকার মাধ্যমে মানুষের খাদ্যাভ্যাস, ভজন রসিকতার কথা যেমন জানা যায় তেমনি সামাজিক অবস্থানের বিষয়টিও অনুধাবন করা যায়।

ক) Chipī chipī amm nū gisō iṅjō ufṛār'ī. Taṭkha.
সামান্য কয়েক ফোঁটা জলে একটা চ্যাপ্টা মাছ ছটফট করছে। এটা কী?
উত্তর : আম
ব্যাখ্যা : পাকা আম না কেটে গোটা অবস্থায় হাতের তালুর সাহায্যে নরম করলে আমের বীজটি এদিক ওদিক নড়াচড়া করে, ঠিক যেমন কম জলে মাছ ছোটাছুটি করে। এটি দৃষ্টিভঙ্গির একটি ব্যতিক্রমী রূপ। ফলের ভেতরেও প্রাণের মতো কিছু আছে বলে মনে করা।

খ) Mokhārō khasī gahi paṅdrū ahṛā. Adin akhdar? Māsī.
কালো ছাগল, সাদা মাংস।
উত্তর : বিউলির ডাল।
ব্যাখ্যা : বিউলির ডাল ওরাওঁদের খাদ্য তালিকায় একটি বিশেষ উপাদান। উৎসব ও দৈনন্দিন রান্নায় বিউলি ডালের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে খিচুড়ি রান্না করা হয়, সেটিও এই ডাল দিয়েই তৈরি। এই ডালের বাইরের খোসা কালো, কিন্তু ভেতরের অংশ সাদা রঙের। তাই বাইরের চেহারাকে 'কালো ছাগল' আর ভিতরের অংশকে 'সাদামাংস'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। গ্রামীণ জীবন ও রান্নার অভিজ্ঞতা থেকে এমন রূপকী ধাঁধা প্রচলিত।

গ) Ulā ahṛā bahrī poṭṭā. —Mōṛā.
বঙ্গানুবাদ : ভিতরে মাংস, বাইরে নাড়িভুঁড়ি। এটা কী?
উত্তর : চালের পোটলা।
ব্যাখ্যা : 'ভিতরে মাংস' বলতে বোঝানো হয়েছে চাল, যা খাদ্য — মানুষের মূল শক্তির উৎস। বাইরের 'নাড়িভুঁড়ি' হল চালের পোটলা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 507 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৭. মাদক দ্রব্য বিষয়ক ধাঁধাঁ : আদিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতিতে মাদক দ্রব্য শুধু নেশার উপাদান নয়, বরং তাদের সামাজিক মিলন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মহুয়া, হাঁড়ি (ভাত দিয়ে তৈরি মদ) তারা অতিথি আপ্যায়ন, উৎসব, বিয়ে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কিংবা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। এভাবে মাদক দ্রব্য তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সামষ্টিক আনন্দের প্রতীক হলেও অতিরিক্ত আসক্তি অনেক সময় দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য সমস্যা ও সামাজিক সংকটের জন্ম দেয়। মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত কয়েকটি ধাঁধা তুলে ধরা হল –

ক) Ort kukkos kōha sauṅgiā, khōb jōr uiyu alarin hõ patkādas. Nē taldas? Bōṛ'ē.
এক খুদে ছেলে শক্তিশালী, লম্বা, বলবান মানুষদের কুপোকাত করে দেয়। সে কে?
উত্তর : হাড়িঁয়া (এক ধরনের মদ)
ব্যাখ্যা : এই ধাঁধায় 'ক্ষুদেছেলে' বলতে বোঝানো হয়েছে মদকে। মানুষ মদ পরিমাণে অল্প খেলেও, এর প্রভাবে নেশাগ্রস্ত হয়। মদ্যপান করলে শক্তিশালী মানুষও, দুর্বল হয়ে পড়ে, ভারসাম্য হারায়, এমনকি অচেতনও হয়ে যেতে পারে। এখানে একটি ক্ষুদ্র সত্তার (মদ) মাধ্যমে বৃহৎ বা শক্তিশালী মানুষকে পরাজিত করার ভাবটি রূপক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটিকে সতর্কবার্তা হিসেবেও দেখা যায়।

খ) Nannā paddānū cic lagyā, nannā paddānū mojkhā ou'ī, nannā paddānū gohār nannar. Endr talī? Hukkā.
বঙ্গানুবাদ : আগুন লাগে এক গ্রামে, ধোঁয়া ওঠে আরেক গ্রামে, আর হইচই পড়ে তৃতীয় গ্রামে। কী বলো তুমি?
উত্তর : হুঁকো।
ব্যাখ্যা : হুঁকোর উপরে থাকে তামাক পুড়ানোর জায়গা (আগুন)। যখন কেউ টান দেয়, তখন হুঁকোর জলের অংশে শব্দ হয় এবং মানুষ তার মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। এই ধাঁধায় হুঁকোর গঠন ও ব্যবহারের সূক্ষ্ম অনুবিন্যাস রয়েছে।

৮. কৃষি ও শিল্প সংক্রান্ত : মানুষের জীবনের সঙ্গে জীবিকা এবং শিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ফলে প্রায় সব জনগোষ্ঠীর মধ্যেই জীবিকা ও শিল্পকেন্দ্রিক বহু ধাঁধাঁর প্রচলন রয়েছে। ওরাওঁদের ধাঁধাগুলির মধ্যেও এমন বেশ কিছু ধাঁধাঁ রয়েছে যেগুলি কৃষি এবং শিল্পের যন্ত্রপাতি কিংবা উপাদান।

ক) Ort kukkos pairi birim duban mandas, kukk cappō biri urkhdas. Endr râi? Osgi.
বঙ্গানুবাদ : একটি ছেলে সকালে হারিয়ে যায়, দুপুরে আবার বেরিয়ে আসে। এটা কী?
উত্তর : লাঙলের ফাল।
ব্যাখ্যা : লাঙল দিয়ে জমি চাষ করার সময় ফাল মাটির ভেতরে ঢোকে, কাজের সময় আর দেখা যায় না। চাষ শেষ হওয়ার পর জমি থেকে লাঙল তুলে নিলে আবার দেখা যায়। এখানে কাজের প্রক্রিয়া এবং যন্ত্রাংশের গতিপ্রকৃতিকে রূপকে তুলে ধরা হয়েছে।

খ) Ūlā kukk darā maīyā panjrā, adi maīyā ērā poṭṭā. Carkhā.
বঙ্গানুবাদ : মাথা ভেতরে, পাঁজর বাইরে, নাড়িভুঁড়ি সেই পাঁজরের ওপর বাঁধা। এটি কী?
উত্তর : চরকা।
ব্যাখ্যা : এই ধাঁধাটি চরকার কাঠামো নিয়ে। মাথা বলতে চরকার মূল ঘূর্ণনকারী অংশটি, যা ভিতরে থাকে। পাঁজর বলতে চরকার বাহিরের কাঠামোকে বোঝানো হয়েছে, যা পাঁজরের মতো দেখতে। এখানে নাড়িভুঁড়ি হলো সুতো, যা সেই পাঁজরের ওপর প্যাঁচানো থাকে। চরকাকে এখানে একটি দেহ রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 507 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গ) Kiyyā ṭhaṭḥrā, maīyā hõ ṭhaṭḥrā, maj'hīnū nālī mokẖāra Paṭḥrū. Kicrī essnā ḍoṅgī.
বঙ্গানুবাদ : নিচে বাঁশের চাটাই, উপরে বাঁশের চাটাই, মাঝখানে একটি ছাগল ছুটোছুটি করে। এটি কী?
উত্তর : তাঁতের ববিন (spool)।
ব্যাখ্যা : এখানে তাঁতের কাঠামোকে উপমার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁতের নীচের ও উপরের কাঠামো বাঁশ বা কাঠের তৈরি চাটাই সদৃশ। মাঝখানে খুব দ্রুতগতিতে ববিনে (spool) সুতো ঘোরে, ঠিক যেন ছাগল ছুটে বেড়াচ্ছে।

ঘ) Kẖackā kaṅkaṅtī amm pajhrār'ī. Kōlhū.
শুকনো কাঠ থেকে জলের ঝর্ণা বেরোয়। সেটা কী?
উত্তর : তেলঘানি
ব্যাখ্যা : তেলঘানি বা তেলের কল সাধারণত কাঠের তৈরি হয়। ঘানির ভেতরে প্রবল চাপ তৈরি করে বীজ (সরিষা, তিল ইত্যাদি) থেকে তেল বের করা হয়। এই 'শুকনো কাঠ থেকে জলের ঝর্ণা'র রূপকে রয়েছে একটি অকল্পনীয় অথচ বাস্তব প্রক্রিয়ার প্রতীক। ধাঁধাটি বলছে, কঠোরতার মধ্যেও কোমল কিছু তৈরি হতে পারে। এটি শ্রম ও ফলের মধ্যকার সম্পর্ক।

ঙ) Ontā ālas taṅghai ālō nū cic lagābācas darā alkhdas: akkū eṅgāgē dhibā kẖakhrō. —Kumb'har.
বঙ্গানুবাদ : নিজের জিনিসপত্রে আগুন লাগিয়ে, লোকটি হেসে বলে— এবার আমি টাকা পাব। সে কে?
উত্তর : কুমোর
ব্যাখ্যা : কুমোর কাঁচা মাটির জিনিসপত্র তৈরি করে তা পোড়ানোর জন্য আগুনে দেয়। কারণ, পোড়ানোর পরেই তা ব্যবহারের উপযোগী হয় এবং সে তা বিক্রি করতে পারে। এটি জীবিকাভিত্তিক ধাঁধাঁ, যা মানুষের জীবিকার পাশাপাশি কর্মের আনন্দকেও তুলে ধরে।

৯. বাদ্যযন্ত্র বিষয়ক ধাঁধাঁ : ধাঁধার এক বিশেষ ক্ষেত্র হলো বাদ্যযন্ত্রকে ঘিরে রচিত ধাঁধা। সমাজে বিভিন্ন উৎসব, আচার বা বিনোদনে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ধাঁধার মূল উপাদান হয়ে ওঠে। এই ধাঁধাগুলোতে বাদ্যযন্ত্রের আকার, শব্দ, ব্যবহার কিংবা বৈশিষ্ট্যকে রূপক বা প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

ক) Ort kukkosin pāknar kẖane oikẖdas, kīdnar kẖane chachem ra'adas. Endr talī? Dhāk.
কোলে নিলে চিৎকার করে, শুইয়ে দিলে চুপচাপ — কে সে?
উত্তর : ঢোল।
ব্যাখ্যা : ঢোল একটি বাদ্যযন্ত্র। যখন এটি মাটিতে (অর্থাৎ শুয়ে) থাকে, তখন কোনো শব্দ করে না। কিন্তু যখন কেউ এটিকে কোলে তুলে বাজায়, তখন এটি বেজে ওঠে — অর্থাৎ 'চিৎকার' করে। এখানে ধাঁধার রূপক ব্যঞ্জনায় 'কোলে নেওয়া' মানে বাজানোর অবস্থায় তোলা এবং 'শুইয়ে দেওয়া' মানে অব্যবহৃত অবস্থায় রাখা বোঝানো হয়েছে।

১০. বিবিধ :
ক) Nin isānīm ra'a, ēn rājī kuddā kādan'. Ennē Nē ba'ī? Cambī.
তুমি এখানে থাকো, আমি দুনিয়া দেখতে যাচ্ছি— একথা কে বলে?
উত্তর : পদচিহ্ন
ব্যাখ্যা : যখন মানুষ হাঁটে, তখন তার পায়ের চিহ্ন মাটিতে পড়ে। মানুষ তার গন্তব্যে পৌঁছে গেলেও চিহ্ন মাটিতেই পড়ে থাকে। ধাঁধাটি যাত্রা ও স্মৃতিচিহ্নের দার্শনিক ধারণা দেয়। জীবন চলে যায়, স্মৃতি থেকে যায়। এই ধাঁধাঁটি স্থান-কাল-গতির দার্শনিক ব্যঞ্জনা বহন করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 60
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 507 - 515
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

খ) Onṭā pũp ullā bīrī dolk̲h dolk̲hi, māk̲hā bīrī bindri'i. Endr råi? Pitri.

বঙ্গানুবাদ : একটি ফুল দিনে ঢোলের মতো দেখতে লাগে, কিন্তু রাতে প্রস্ফুটিত হয়। এটি কী?

উত্তর : পাটি

ব্যাখ্যা : ফুল বলতে এখানে পাটিকে বোঝানো হয়েছে। পাটি সারাদিন গুটিয়ে রাখা হয়। গোটানো অবস্থায় তা ঢোলের মতো দেখতে লাগে। কিন্তু রাতে ঘুমানোর সময় বিছিয়ে ব্যবহার করা হয় — অর্থাৎ ফোটে বা প্রস্ফুটিত হয়।

গ) Kōlō bīrī kērā, bar'a pullī. Endēr rai? Cār

একাই যায়, কিন্তু একা ফিরতে পারে না। সেটা কী?

উত্তর : তীর

ব্যাখ্যা : তীর ধনুক থেকে ছুটে যায় একা, কিন্তু একা আর ফিরতে পারে না; তাকে মানুষই গিয়ে খুঁজে নিয়ে আসে। এই ধাঁধা শক্তির একমুখী যাত্রাকে তুলে ধরে। আবার, দার্শনিক অর্থে এটি এমন কিছুকেও বোঝায়— যা একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। যেমন - সময়। এটি একমুখী গতি, নিরুদ্দেশতা ও অনাবর্তনের রূপক।

ঘ) Belas gahi barchan nē dhara'ā oṅgō? Cic.

রাজবংশের বর্শা কে ধরতে পারে?

উত্তর : আগুন।

ব্যাখ্যা : রাজবংশ বা রাজা বললে আমরা শক্তি, প্রতাপ, ক্ষমতার প্রতীক বুঝি। আগুন প্রকৃতির এক ভয়ংকর শক্তি, যা রাজবংশকেও ধ্বংস করতে পারে। এই ধাঁধা চিরন্তন শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক শক্তির অপ্রতিরোধ্যতাকে বোঝায়। 'রাজবংশের বর্শা কে ধরতে পারে?' জিজ্ঞাসার মাধ্যমে কেউই যে আগুনকে ধরতে পারে না সেটাই বোঝানো হয়েছে। আগুন ধ্বংস, রূপান্তর ও শুদ্ধির প্রতীক, যা সবকিছুকে সমভাবে গ্রাস করতে পারে।

ওরাওঁদের ধাঁধায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংরক্ষিত আছে। যা একদিকে যেমন শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ভাষাজ্ঞান ও যৌক্তিক চিন্তাশক্তি গড়ে তোলে, তেমনি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সামাজিক বন্ধনও দৃঢ় করে। আজকের দিনে, আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি ও ভাষাগত পরিবর্তনের ফলে ওরাওঁ ধাঁধার ঐতিহ্য ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এই ধাঁধাগুলো নথিবদ্ধ করা, ভাষাগত বিশ্লেষণ করা এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা জরুরি।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১
২. তদেব, পৃ. ১১
৩. Roy, Sarat Chandra. Oraon Religion & Custom. Ranchi, 1928. P. 162
৪. তদেব, P. 163
৫. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬০৩-৬০৬